ই টা লি

শামসু হত্যা ও ইটালির বাংলা কমিউনিটি

গত ৩ জুন ইটালির ভেনিস প্রভিন্সের ইসপেনিয়া পার্কে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় ৪৩ বছর বয়সের মোঃ এমদাদুল হক শামসুকে। এ হত্যাকান্ডের নেতৃত্ব দেয় নিহত শামসুর স্ত্রী ইয়াসমীন আক্তার (৩৭)। নিজের বুকের গুড়না নামিয়ে দেয় স্বামীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে। যার সঙ্গে একই ছাদের নিচে অভিন্ন বিছানায় কাটলো প্রায় এক যুগ। দু'সন্তানের মা হলো। তাকেই হত্যা করতে ওড়না তুলে দেয় প্রেমিকের হাতে। খুব দক্ষতার সঙ্গে কার্য সম্পন্ন করে প্রেমিক সেলিম সিকদার (২৮)। সব পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনে ফলাও করে প্রচার পায় এ খবর। অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী ও সদালাপী শামসু হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে ইটালির সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর পুলিশ প্রথমেই টোপ ফেলে ইয়াসমীনের নাকের ডগায়। ইয়াসমীন পুলিশের টোপ গিলতেই গলায় বিঁধে যায়। পুলিশ ইয়াসমীনকে বলে তোমার স্বামী শামসুকে কেউ হত্যা করেছে। কে বা কারা এবং কেন শামসুকে হত্যা করল আমরা জানি না। এ জন্য দুঃখিত। কিন্তু তুমি যদি চাও যে করেই হোক আমরা ৭ দিনের মধ্যে তোমার স্বামী হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করব। এখন তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আইনের আশ্রয় চাও, না অন্য কিছু? এ কথার উত্তরে ইয়াসমীন জানায়, সে তার স্বামী হত্যার বিচার চায় না। দু'সন্তান নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যেতে চায়। ছোট হয়ে আসে পুলিশের চোখ। ইয়াসমীনকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুলিশ বলে, তোমার স্বামীকে হত্যা করা হলো, আমরা সহযোগিতা দিতে চাইলাম অথচ তুমি বিচার চাও না, পেছনের রহস্য কি? ইয়াসমীনের মনোবল ভেঙে দিতে নানা প্রকার মানসিক চাপ সৃষ্টি করে পুলিশ। এক পর্যায়ে বেরিয়ে আসে

নিহত শামসু

ঘাতক ইয়াসমীন ও সেলিম

ইটালীয় ভাষায় স্বামীর বর্তমানে পরকীয়া প্রেমিককে 'আমান্তে' বলে। পরকীয়া প্রেমিক বা আমান্তে রাখতে এ দেশের সামাজিক কিংবা আইনগত কোনো বিরোধ নেই। এমনকি একই ফ্ল্যাটের এক রুমে স্বামী অপর রুমে থাকছে আমান্তে। যখন যে ঘরে খুশি রাত কাটাচ্ছে স্ত্রী। একই টেবিলে স্বামী ও আমান্তে নিয়ে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। এমন দৃশ্য মোটেও বিরল নয়। প্রয়োজনে প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা দিতে সদা প্রস্তুত। তবু কেন এ হত্যাকান্ড?

থলের বিড়াল। ইটালীয় ভাষায় স্বামীর বর্তমানে পরকীয়া প্রেমিককে 'আমান্তে' বলে। পরকীয়া প্রেমিক বা আমান্তে রাখতে এ দেশের সামাজিক কিংবা আইনগত কোনো বিরোধ নেই। এমনকি একই ফ্ল্যাটের এক রুমে স্বামী অপর রুমে থাকছে আমান্তে। যখন যে ঘরে খুশি রাত কাটাচ্ছে স্ত্রী। একই টেবিলে স্বামী ও আমান্তে নিয়ে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। এমন দৃশ্য মোটেও বিরল নয়। এখানে স্ত্রী স্বামীকে অথবা স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কারো হাতে হাত রেখে যে কোনো সময় দরজার চৌকাঠ পেরুতে পারে। শুধু বললেই হলো, আমি তোমাকে নয়, ওকে পছন্দ করি। প্রয়োজনে প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা দিতে সদা প্রস্তুত। তবু কেন এ হত্যাকান্ড?

ইটালির সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একা ইনকাম করে দু'জন স্বাচ্ছন্দ্যে চলা একটু কষ্টসাধ্য হলেও অধিকাংশ বাংলাদেশী নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করছেন না। স্বামীর একক ইনকামে চলতে হচ্ছে তাদের। ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় ও বাংলাদেশে থাকা পরিবারকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিতে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষটিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কাজের তাগিদে তাকে প্রতিদিন কমপক্ষে দশ থেকে বারো ঘন্টা ঘরের বাইরে থাকতে হয়। মাস শেষে বাসা ভাড়া, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল মেটাতে নিজে এক রুমে থেকে অন্য রুমটি বন্ধুকে বা কোনো পরিবারের কাছে ভাড়া দিতে হয় বাধ্য হয়ে। কোনো কোনো বাঙালি রমনী এ সুযোগটা কাজে লাগান। ইউরোপীয় আইন ও স্বাধীন সামাজিকতার আশীর্বাদে কেউ কেউ স্বামী ত্যাগ করে প্রেমিকের হাতে হাত রেখে নতুন ঠিকানা গড়ছেন। যেসব মহিলা ঘরের বাইরে কাজ করেন এদের মধ্যেও যে যে অঘটন ঘটে না তা বলবো না। কিন্তু অন্য ভাবে, এখানে পুরুষগুলোকে খুব অসহায় দিন কাটাতে হয়। অবশ্য প্রায় চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষগুলো সারা দিনের কঠোর পরিশ্রম শেষে ঘরে ফিরে যখন ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিচ্ছেন, হারিয়ে যাচ্ছেন গভীর ঘুমে, তখন কিন্তু ঘুম আসছে না স্ত্রীর দু'চোখেও। সে কান পেতে শুনছে, চোখ মেলে দেখছে চারপাশের ইউরোপীয় দেহজ সংস্কৃতি। তার ভেতরের যৌবনটা বারবার জেগে ওঠে। তাকে ভাবায়, নাড়ায়, কাঁদায়। একটা চল্লিশোর্ধ্ব মানসিকতার সঙ্গে নিজেকে কোনোভাবেই মানাতে পারে না। বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন কারণে অভিভাবকগণ চল্লিশোর্ধ্ব প্রবাসী ছেলের হাতে সঁপে দেন নিজের সদ্য যুবতী মেয়েটিকে। নিশ্চিত হচ্ছেন অন্তত অভাবের জগৎ থেকে মেয়েটি দূরে থাকবে ভেবে। প্রবাসে থাকা পুরুষগুলো নিজ পরিবারের অভাব ঘোচাতেই হারাচ্ছেন অনেকটা সময়, তার যৌবন। যখন নিজের দিকে তাকানোর ফুরত হয় ততক্ষণে অনেকটা বেলা বয়ে যায়। শ্রমিকের হয়ে যারা আসেন তারা হতে চান প্রবাসীর স্ত্রী। যার জন্য প্রাণ দেয় শামসুরা।

পলাশ রহমান, ইটালি

দ: । কো । রি । য়া

দুঃখের মাঝে সুখের ভেলা

আমাদের প্রবাসীদের জীবনযাত্রার ধরন অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা প্রবাসের দুঃখ-কষ্টের কথা ব্যক্ত করে থাকি। যা দেখে হয়তো প্রবাসগামী অনেকে বিচলিত হয়। তবে প্রবাসে শত দুঃখের মাঝেও একটা সুখপাখির হাতছানি আছে। প্রথম সুখের বিষয়টি হলো, আপনার বেকারত্বের দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি। আপনি নিজের পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করেন। ফলে সমাজে আপনার হেয় হবার অবকাশ নেই। আপনার টাকা আছে। ফলশ্রুতিতে পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। আপনার প্রিয়জনদের বায়না অনায়াসে পূরণ করতে পারছেন। বেকার থাকলে হয়তো যা কোনোদিন সম্ভব হতো না। এটা কি আপনার জন্য কম সুখের? তবে যারা স্বদেশে ভালো আছেন তাদের প্রবাসের ইচ্ছা না থাকাই ভালো।

এখানে ছুটির দিনগুলোতে বিনোদনের অনেক মাধ্যম আছে। সবচেয়ে আনন্দের দিকটি হলো অনেক বন্ধু-বান্ধব মিলে একত্রে কুশল বিনিময় এবং আড্ডা দেওয়া। তাছাড়া এখানে প্রতিটি অলিতে- গলিতেই রয়েছে নাইট ক্লাব, কফি হাউজ, মদ বার, সাইবার ক্যাফে ইত্যাদি। তবে এগুলোর পেছনে না ছোটাই ভালো। কেননা এগুলো বিনোদনের পাশাপাশি প্রচুর অর্থও ব্যয় করতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, আমরা পুরো একটি মাস পরিশ্রম করার পর মাস শেষে যখন মোটা অঙ্কের একটা বেতনের খাম হাতে পাই, তখন সারা মাসের কষ্টের কথা চাপা পড়ে যায়।

তবে, আপনারা যারা কোরিয়া, জাপানের মতো দেশগুলোতে অবৈধভাবে থাকার জন্য আসতে চান, আসার আগে অন্তত একবার ভেবে দেখবেন আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে চাকরি পাওয়া সহজ হবে কি না। কারণ এখানে চাকরি আপনার জন্য Ready থাকে না। চাকরির ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।

প্রবাসে চাকরি পাবার কিছু টিপস্ : আপনি যে দেশে যাচ্ছেন সেখানে আপনার অসংখ্য আপনজন থাকা জরুরি। কারণ স্বজনপ্রীতির একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তাই আসার আগে অবশ্যই আপনজনের ফোন নাম্বারগুলো সংগ্রহে রাখবেন। মনে রাখবেন, এখানে ঠিকানার চেয়ে ফোন নাম্বারটাই বেশি কাজে দেবে। দ্বিতীয়ত, এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কর্মক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় না, প্রাধান্য পাবে আপনার কর্মদক্ষতা। তৃতীয়ত, এখানে চাকরি সাধারণত কোনো স্বদেশীয় লোকের মাধ্যমে পেয়ে থাকলে কোম্পানির কর্মরত লোকটি বয়সে আপনার যত ছোট হোক বা অশিক্ষিত হোক, তার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা উচিত। চতুর্থত, স্বদেশে আপনার হাতি-ঘোড়া যাই থাকুক না কেন, এখানে ঐসব মূল্যহীন। এখানে অবশ্যই আপানাকে বিনয়ী হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যশীল ও মিশুক স্বভাবের হতে হবে। কারণ এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি রুমে একাধিক লোক বসবাস করে। ওপরের টিপস্গুলো জানা থাকলে আপনাকে চাকরি দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকে আগ্রহ দেখাবে। প্রবাসে আসার আগে রান্নাবান্না সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা ভালো। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখানে নিজেকেই রান্না করে খেতে হয়। পরিশেষে প্রবাসে ভাগ্য বলেও একটা কথা আমি স্বীকার করি। উল্লিখিত প্রসঙ্গটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা। সবক্ষেত্রে এই ধারণা সঠিক নাও হতে পারে।

শেখ মিন্টু
4040-220- Inchon Sogo, Soknam-Dong,
223-658-Daesung S.co, South Korea
Email : Sk-Minto@Yahoo.com

নি । উ । জি । ল্যা । ন্ড

পেইরোয়ার প্রতীক

অকল্যান্ড থেকে টাওরাংগা যাচ্ছি। মোটরওয়েতে বেশ ভিড়। হলিডে পেলেই এরা ছুটি কাটাতে দূরে ছুটে যায়। মজনু আংকেল টাওরাংগা থাকেন। তার কাছেই যাচ্ছি। সাউদার্ন মোটরওয়ে ছেড়ে আমরা বাঁ দিকে স্টেট হাইওয়ে ধরলাম। আশপাশে গরু-ভেড়ার খামার। সবুজ মাঠে কোথাও গরু চরছে, আবার কোথাও ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। এসব দেখতে দেখতে আমরা ওয়াহি সিটিতে এসে পড়লাম। খিদে লেগেছে। ভাবলাম একটু খাওয়া-দাওয়া করে নিলে ভালো হয়। আব্বু বলল, ম্যাকডোনাল্ডস থেকে বার্গার কিনব। আম্মু বলল, কেএফসি'র ফ্যামিলি প্যাক কিনলে চারজনে ভালো মতো খাওয়া যাবে। এসব দেশে সুবিধা হলো টাউন যত ছোট বড় হোক না কেন-ব্যাংক, পোস্টশপ, ফাস্টফুডের দোকান আর দৈনন্দিন বাজার

L&P'র সামনে

সওদার বড় সুপার মার্কেট থাকবেই। আব্বু গাড়ি KFC-র পার্কি রাখল। কিন্তু KFC বন্ধ। কি করব! আমরা গাড়ি নিয়ে ম্যাকডোনাল্ডসে এলাম, কিন্তু এটাও বন্ধ। আম্মু হেসে বলল, এরাও আজ হলিডেতে চলে গেছে। তার চেয়ে চল আমরা লাড্ডু খাই। আব্বু অকল্যান্ডের 'মিঠাই' নামের মিষ্টির দোকান থেকে মজনু আংকেলদের জন্য লাড্ডু কিনেছে। পথে খাওয়ার জন্য নিজেদের জন্যও এক প্যাকেট। সঙ্গে কোক আর বিস্কুট-চিপস্ও আছে। এসব দিয়ে আমরা ভালো মতো নাশতা সেরে নিলাম। তারপর আবার টাওরাংগার পথে ছুটলাম। চলতে চলতে আমরা পেইরোয়া এসে পৌঁছালাম। শহরে ঢোকার পর প্রধান রাস্তা থেকে একটু দূরে এলএন্ডপি'র বিশাল আকৃতির বোতলটি দেখতে পেলাম। প্রায় বিশ ফুট উঁচু বোতলটি দাঁড়িয়ে আছে শহরের পরিচয় নিয়ে। L&P মানে লেমন এবং পেইরোয়া। এই পেইরোয়া শহরেই এর কারখানা অবস্থিত। তাই এই বড় বোতলটি পেইরোয়া শহরের প্রতীক। পেইরোয়া শহরের যে স্ট্যাম্প নিউজিল্যান্ড ডাক বিভাগ প্রকাশ করেছে সেখানেও এই বোতলের ছবি। এই বোতলের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকেই ক্যামেরায় স্মৃতিকে ধরে রাখছে। আমরাও ছবি তোলে নিলাম। তারপর রওয়ানা হলাম টাওরাংগার পথে। কেউ এ লেখাটি পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।

Salman Sartaj Khan, Arbab anas khan
8/375 Sandringham Road, Sandringham, Auckland, New Zealand

সি ঙ্গা পু র

সোনালি স্বপ্ন এবং সিঙ্গাপুর

অপুর সঙ্গে প্রথমবার আমার দেখা হয়েছিল অনার্স ভর্তি পরীক্ষায়। লম্বা, শীর্ণ দেহ, উজ্জ্বল গায়ের রঙ আর মাথার মাঝ দিয়ে চুলের সিঁথি করা-সবারই তাই প্রথমে নজরে পড়ার মতো। আমি দারিদ্র্য আর ঢাকা শহরে একটি শক্ত ভিত্তির জন্য জগন্নাথ কলেজের পেছনের দরজা দিয়ে পালালাম। তারপর মাঝে চার বছর কোনো যোগাযোগ নেই। তার সঙ্গে আমি মামার দয়ায় উত্তরা থেকে সিঙ্গাপুরে যাবার জন্য CITI-এর ট্রেনিং পাস করে দেশ ছাড়লাম একটি কনস্ট্রাকশন ফার্মে চাকরি নিয়ে। তারপর এই কোম্পানিতেই দেড় বছর। এ সময় একদিন ছুটির দিনে সেরাংগন মোস্তফা প্লাজার সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি। পেছন থেকে কে যেন আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি ফিরে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। টিউব লাইটের মতো আস্তে আস্তে জ্বলে উঠতে লাগল আমার স্মৃতির প্রদীপ। অপুর মুখেই শুনলাম তার গত চার বছরের জীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনীগুলো। অনার্স পাস করার পর টাকার অভাবে তার মাস্টার্স পড়া হলো না। একটি চাকরির আশায় ঢাকা শহরে অলি-গলি সব জায়গায় ছুটেছে। অবশেষে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সাহায্য ও পরামর্শে পৈতৃক জমিজমা বন্ধক দিয়ে এবং স্থানীয় বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে মোট ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে এখানে এসেছে। ভিসার ধরন Ship-Yard (শিপ ইয়ার্ড)। মাসে বেতন পায় মোট বারো হাজার টাকার মতো। খাওয়া-দাওয়া খরচ বাদে সাত হাজার টাকার মতো থাকে। এভাবেই কাটছিল দিনগুলো। দুই মাস পর অপু জানালো, তার কাজ পাল্টিয়ে তাকে ক্লিনারের কাজ দেওয়া হয়েছে। শুনে খুশিতে মনটা ভরে গেলেও একটু দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। কারণ এখানে বেতন একটু বেশি হলেও 'অপুর' যে ভিসা তা এখানে অবৈধ। অর্থাৎ Ship-Yard-এর Work Permit দিয়ে এই কাজ করা যায় না। পুলিশ জানলে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা থাকে।

গত বছরের শেষের দিকে আমার ধারণা অনেকটা সত্যি হলে। অপুকে ডিউটিরত অবস্থায় পুলিশ রেড দিয়ে ধরে হাজতে নিয়ে যায়। দু'দিন থাকার পর এজেন্ট এসে বের করে। আর যে কোম্পানির নামে তাদের Work Permit ছিল সেই কোম্পানির নামে মামলা হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশী ও নর্থ ইন্ডিয়ানসহ মোট উনিশ জনের Work Permit বাতিল হয়ে যায়। অনিশ্চিত হয়ে পড়ে সোনালি স্বপ্নের সিঁড়িতে পৌঁছার। এখানে যদি Work Permit না থাকে তাহলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা থাকে। এরই মধ্যে অপু ও তার সঙ্গে এক বন্ধু মিলে একটি ক্যান্টিনে পার্টটাইম কাজ পায়। বেতন যা পায় তা দিয়ে খাওয়ার খরচটা কোনোভাবে চলে যায়।

তারপর পরবর্তী চার মাস তার কোনো খোঁজ-খবর জানি না। হঠাৎ করেই হারিয়ে যায় সে কোথায় যেন। তার কোম্পানির এক ছেলেকে জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম ট্র্যাজেডিটুকু। অপুসহ মোট ১৩ জন বাংলাদেশীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে কোম্পানি। অপুর স্বপ্নের সাদা মেঘগুলো অজানায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল। একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে উচ্চ সুদের হাজার হাজার টাকা সে কেমন করে পরিশোধ করবে? বাড়িতে তার দুই ছোট ভাই-বোন স্কুলে পড়ছে। অপুই ছিল তাদের সংসারের একমাত্র উপর্জনক্ষম ব্যক্তি। অন্যদিকে যে 'ছুটি'কে অপু গত আট বছর ধরে ভালোবাসতো, তার বাবা কি একজন বেকার আর হতাশায় জীবন পার করছে এমন ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দেবেন? ছুটি তার বাবাকে অনেক বলে রাজি করিয়েছিল। অপু স্বাবলম্বী হয়ে ফিরলেই তাদের বিয়ে হবে। একটি মাত্র ভুল সিদ্ধান্ত আর ভালোভাবে খোঁজ খবর না নেয়ার জন্য আজ অপুর জীবন অনিশ্চয়তার দিকে চলছে। অপুর মতো অনেকেই না জেনে, না বুঝে লোকের কথায় সিঙ্গাপুরে আসে Ship-Yard-এর ভিসায়। তাদেরকেই বলছি, আসার আগে অবশ্যই ভালোভাবে জেনেশুনে আসবেন যে ওই কোম্পানির অবস্থা এবং কাজের ধরন কি রকম। এসব ব্যাপারে আমাদের দেশের সরকার ও এ সম্পর্কীয় সংস্থাগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

গোলাম মোরশেদ জুয়েল
L&M, Singapore

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

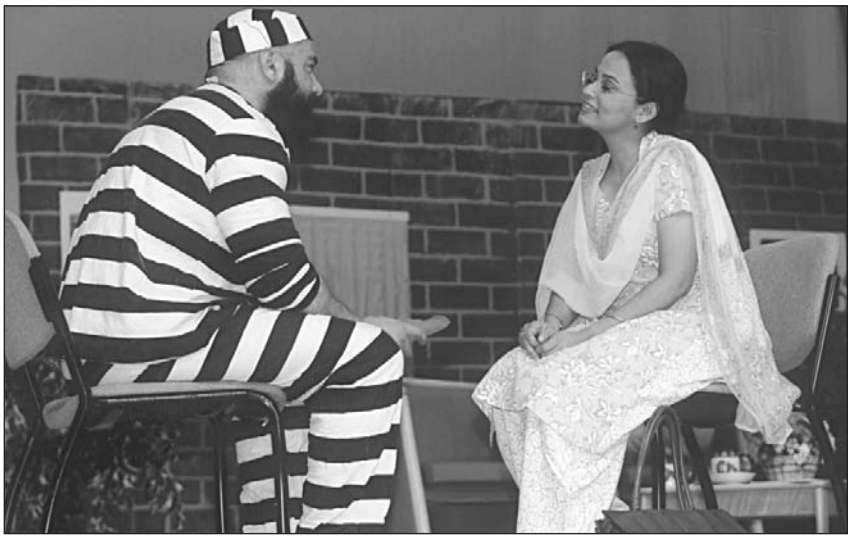

'সায়রা' নাটকের একটি দৃশ্যে 'সায়রা' চরিত্রে আফসানা মিমি ও চার্লস ব্রোনসন চরিত্রে নিকলাস। নবাব উদ্দিনের লেখা এই নাটকটি সেন্ট্রাল লন্ডন লগন হলে ১৩ জুন মঞ্চস্থ হয়

কো ।রি ।য়া

একদিন ভ্রমণের কিছু স্মৃতি

শনিবার বিকালে একটু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে কোনো রকমে হাত-মুখ ধুয়ে বাসে উঠে বসলাম। গন্তব্য ইয়ংইন সিটি, এক বন্ধুর বাসায়। রাজধানী সিউল সিটির যেখানে আমি বসবাস করি সেখান থেকে সময়ের দূরত্বে প্রায় চার ঘন্টা, বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবশ্য ছয়-সাত ঘন্টা লাগবে। বাসে প্রায় আধঘন্টা যাওয়ার পর সাবওয়ের (পাতাল রেল) টিকিট নিয়ে প্লাটফর্মে নেমে দেখি প্রচন্ড ভিড়।

সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন হওয়ায় লোকজন ছুটছে আপনজনের কাছে। এ দৃশ্য প্রতিনিয়ত দেখতে হয়। অফিস সময়ের আগে এবং অফিস ছুটির পর এ দৃশ্য আরো ভয়াবহ। অবশ্য অন্য সময়ে ভ্রমণ এখানে অনেক আরামদায়ক এবং নিরাপদ। অনেক ঠেলাঠেলি করে কোনো রকমে ট্রেনে উঠে পড়লাম। উল্লেখ্য, এ দেশে একমাত্র আন্তঃজেলা ট্রেন, বাস ব্যতীত পাবলিক বাস-ট্রেনে নির্দিষ্ট সিটের ব্যবস্থা নেই। ট্রেনের প্রতি কম্পার্টমেন্টে লম্বালম্বি সিট দেওয়া আছে। ভাগ্য ভালো হলে সে সিট পেতে পারেন, না হয় দাঁড়িয়েই গন্তব্যে যেতে হবে। বাসেও একই অবস্থা। পিক আওয়ারে এবং শনিবার বিকেলে সিট পাওয়া আর সোনার হরিণ পাওয়া একই কথা। তবে ট্রেনে প্রতি বগিতে বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সিট আছে, যা অন্য কেউ ব্যবহার করে না। করলেও নির্দিষ্ট যাত্রী এলে উঠে পড়ে।

ট্রেনের ভেতর প্রচন্ড ভিড়। ঠাসাঠাসিতে চ্যাপ্টা হয়ে যাবার অবস্থা। একজনের নিঃশ্বাস অন্যজনের ঘাড়ে লাগছে। আমার পাশে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী দলবেঁধে কোথাও যাচ্ছে। এ ভিড়ের মধ্যেও দুষ্টুমি করছে নিজেদের মধ্যে। আমি খুব অস্বস্তিতে আছি। কারণ একজনের শরীর আরেকজনের শরীরের সঙ্গে এমনভাবে ঠেসে আছে যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি কারোই বিশেষ খেয়াল নেই। রক্ষণশীল সমাজের মানুষ আমি। বাংলাদেশে এমন অবস্থায় কোনো মেয়েই যানবাহনে উঠবার কথা কল্পনাও করবে না। অথচ ওরা কতটা স্বাচ্ছন্দ্যে চলে যাচ্ছে। আমার অস্বস্তি বুঝতে পেরে ওদের একজন বলে উঠল, 'ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ'। ট্রেন আমার নির্দিষ্ট স্টিশনে এলে অনেক কষ্টে ভিড়ে ঠেলে নেমে পড়লাম।

এখানে অপেক্ষমাণ অন্য বন্ধুর দেখা পেয়ে দুজনও ওপরে উঠে এলাম। পূর্ব সিউল আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে গিয়ে নির্দিষ্ট বাসের টিকিট নিলাম। শত শত বাস লাইন ধরে দাঁড়িয়ে। গাড়ির কোনো বিকট হর্ন নেই। দালালদের উৎপাত নেই। নেই এলোপাতাড়ি কোনো গাড়ি। গাড়ি ছাড়তে প্রায় পনেরো মিনিট দেরি। তাই দুই বন্ধু হালকা নাস্তা খেয়ে বাসে নির্দিষ্ট সিটে বসলাম।

টিকিটের গায়ে লেখা নির্ধারিত সময়ে আমরা দু'বন্ধুসহ সাতজন যাত্রী এবং সাতাশটি খালি সিট নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিলেন। বন্ধুকে বললাম দোস্ত, একবার চিন্তা করে দেখ তো আমাদের সায়েদাবাদ, গাবতলী বা মহাখালী টার্মিনালগুলো থেকে কখনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্ধেকেরবেশি খালি সিট নিয়ে কখনো বাস ছেড়ে যায় কি না? বন্ধুটি বিজ্ঞের মতো বলে উঠল, দেখ এটা বাংলাদেশ নয়। এরা সময়ের দাম দিতে পারে বলেই আজ তোকে আমাকে বাংলাদেশের ফার্স্ট ক্লাস নাগরিক (ডিগ্রি পাস) হয়েও ওদের দেশে দিনমজুরি করতে হয়। আসলেই ঠিক, সময়ের দাম আর কঠোর শ্রম ওদের এশিয়ার দ্বিতীয় আর বিশ্বের অষ্টম শিল্পোন্নত দেশের মর্যাদা দিয়েছে। এ দেশে ধর্মের চেয়ে কর্মের অনেক মূল্য। অথবা কর্মই এদের ধর্ম।

Abul Bahar
93-102, 2F, Jangan 4Dong
Dong Dae mon-Gu

জার্মানি

অখন্ড ইউরোপ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ১৯৫১ সালের ১৮ এপ্রিল পশ্চিম ইউরোপের ৬টি দেশ জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ কয়লা ও ইস্পাত শিল্পে পারস্পরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি জোট গঠন করে। পরে ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ রোম চুক্তির মাধ্যমে উপরোক্ত ৬টি দেশ মিলে গঠন করে ইউরোপীয় সম্প্রদায়। তারপর ১৯৭৩ সালের গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড এবং ডেনমার্ক ইউরোপীয় সম্প্রদায়ে যোগদান করে। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে গ্রিস, ১৯৮৬ সালে স্পেন ও পর্তুগাল, ১৯৯৫ সালে সুইডেন, অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ড এবং সবশেষে এবার ২০০৪ সালে ১০টি নতুন দেশের যোগদানের ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো বর্তমানে পঁচিশটি দেশ। সুইজারল্যান্ড ও নরওয়ে স্বেচ্ছায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নে সদস্যপদ প্রাপ্তির অপেক্ষমাণ তালিকায় আছে আরো তিনটি দেশ রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং তুরস্ক। সম্প্রদায়ভুক্ত পঁচিশটি দেশের যেকোনো একটি দেশের যেকোনো একজন নাগরিক ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত অন্য যেকোনো দেশে অবাধে যাতায়াত, চাকরি এবং বসবাসের অধিকার রাখে। বসবাসের জন্য শর্ত একটি, যে দেশে সে থাকতে ইচ্ছুক সে দেশে তাকে আগে একটি চাকরি যোগাড় করতে হবে। চাকরি পেলেই হবে না, সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে সেই চাকরির ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিট অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। ইউনিয়নভুক্ত প্রতিটি দেশের শ্রম মন্ত্রণালয় চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দেশের নাগরিক এবং নিজ দেশের বৈধ অভিবাসীদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত অন্যান্য দেশের নাগরিকদের চাকরির আবেদন বিবেচনা করা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। তৃতীয় পর্যায়ে বিবেচনা করা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন বহির্ভূত যেকোনো দেশের নাগরিকদের আবেদন, যারা সংশ্লিষ্ট দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বা শরণার্থী হিসেবে অবস্থান করছেন। চাকরি না পেলে বা কোনো প্রকার কর্মসংস্থান না হলে ইউনিয়নভুক্ত এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে আইনগত সর্বোচ্চ তিন মাস অবস্থান করতে পারে। ইউনিয়নভুক্ত এক দেশের নাগরিকদের অন্য দেশে ভ্রমণের জন্য পাসপোর্ট বহনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নিজ নিজ দেশের পৌর কর্পোরেশন প্রদত্ত পরিচয়পত্রই ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়।

শেঙ্গেনার রাষ্ট্রসংঘ: এই পঁচিশটি দেশের মধ্যে তেরোটি দেশ আবার শেঙ্গেনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। শেঙ্গেনার চুক্তিভুক্ত পনেরোটি দেশের অপর দু'টি দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশ। দেশ দুটি হলো নরওয়ে এবং আইসল্যান্ড। অনেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোকে শেঙ্গেনার দেশ মনে করে ভুল করেন। জার্মানির শেঙ্গেন নামের গ্রামটিতে ২৬ মার্চ ১৯৯৫ তারিখে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেটিই শেঙ্গেনার চুক্তি, যার অন্য নাম অভিন্ন ভিসা চুক্তি। চুক্তিটি আসলে শেঙ্গেনাভুক্ত দেশগুলোতে বৈধভাবে অবস্থানকারী অথবা আগমনে ইচ্ছুক ইউরোপীয় ইউনিয়নবহির্ভূত বিদেশী নাগরিকদের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। এই পনেরোটি দেশের যেকোনো একটি দেশে অবস্থানকারী যেকোনো বিদেশী নাগরিক, যিনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বহির্ভূত কোনো এক দেশের নাগরিক এবং শেঙ্গেনারভুক্ত যেকোনো একটি দেশের রেসিডেন্ট পারমিটের অধিকারী, শেঙ্গেনারভুক্ত অপরাপর যেকোনো দেশে অবাধে একবারে সর্বোচ্চ তিন মাসের জন্য শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতে পারেন। ইউনিয়ন বহির্ভূত দেশের নাগরিকদের জন্য চাকরি বা বসবাস এখনো পর্যন্ত নিষিদ্ধ। দেশগুলো হলো জার্মানি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রিস, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া। ইউরোপের বাইরে শেঙ্গেনারভুক্ত যেকোনো দেশের দূতাবাস যে ভিসা প্রদান করে থাকে, সেই একই ভিসা দিয়ে শেঙ্গেনারভুক্ত পনেরোটি দেশেই ভ্রমণ করা যায়, যদি না দূতাবাস ভিসার ওপর শুধু নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি দেশের নাম উল্লেখ করে দিয়ে থাকে।

অভিন্ন মুদ্রা ইউরো: ইউনিয়নভুক্ত পঁচিশটি দেশের মধ্যে আবার বারোটি দেশ অভিন্ন মুদ্রা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। অভিন্ন মুদ্রা ইউরোর কথা এখন নিশ্চয়ই কারো অজানা নেই। হল্যান্ডের মাসট্রিখ্ট, শহরে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সালে অভিন্ন মুদ্রা প্রচলনের যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তির মাধ্যমে ১ জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে ইউনিয়নভুক্ত ১১টি দেশে প্রাথমিকভাবে চালু হয়েছিল অভিন্ন মুদ্রা ইউরো। পরবর্তীতে ২ জানুয়ারি ২০০১ সালে গ্রিস অভিন্ন মুদ্রায় যোগ দেয়। সুইডেন, ডেনমার্ক, গ্রেট ব্রিটেন ইত্যাদি দেশে অভিন্ন মুদ্রা চালুর ব্যাপারে ব্যর্থ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলিয়ে বর্তমানে অভিন্ন মুদ্রার দেশগুলো হলো জার্মানি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, অস্ট্রিয়া, স্পেন, পতুর্গাল, ইটালি, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ড। অভিন্ন মুদ্রা চালুর ব্যাপারে ইউনিয়নভুক্ত অন্য দেশগুলোতেও পর্যায়ক্রমে গণভোটের আয়োজন করা হচ্ছে।

ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র: ইউরোপীয় ইউনিয়নে আরো দশটি নতুন দেশ যুক্ত হলো। এ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ২৫টিতে। দীর্ঘ আলোচনার অবসান ঘটিয়ে মে দিবসের সূচনালগ্নে যে দশটি নতুন দেশ যুক্ত হলো সেগুলো হলো পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক রিপাবলিক, স্লোভাকিয়া, লিথুনিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, স্লোভেনিয়া, গ্রিক, সাইপ্রাস এবং মাল্টা। নতুন দেশগুলোর ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান উপলক্ষে মে দিবসে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পুরনো এবং নতুন সবগুলো দেশে একযোগে শুরু হয় মহোৎসব। জার্মানির জাতীয় পর্যায়ের প্রায় সবগুলো পত্রিকা নতুন দশটি দেশের ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানকে ইউরোপের বহুল প্রতীক্ষিত পুনরেকত্রীকরণ বলে উল্লেখ করেছে। প্রথম সারির জাতীয় পত্রিকা ডি ভেল্ট ৪৫৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত ২৫টি দেশ সংবলিত ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ভবিষ্যতের ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছে। জার্মান প্রেসিডেন্ট য়োহানেস রাউ পোল্যান্ডের সংসদে রেখেছেন এক আবেগপূর্ণ বক্তব্য- পূর্ব পশ্চিমে বিভক্ত ইউরোপ আগে কখনোই 'সম্পূর্ণ ইউরোপ' ছিল না। সাবেক সমাজতান্ত্রিক বলয়ের পূর্ব ইউরোপীয় দশটি ইউনিয়নে যোগদানের মাধ্যমে এবার ইউরোপ তার সত্যিকার পূর্ণতা পেল।

আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৫টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা দিনটি উদ্‌যাপন করার জন্য একত্রিত হন এবং নতুন দেশগুলোর পতাকা উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানে অধীর আগ্রহী অপর তিনটি দেশ বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে ইউনিয়নভুক্ত পূর্ব এবং পশ্চিম ব্লকের দেশগুলোতে ইতিমধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পশ্চিমের দেশগুলোতে বলা হচ্ছে পূর্বের গরিব দেশগুলোর ইউনিয়নে যোগদানের ফলে পশ্চিমের ধনী দেশগুলোতে পূর্ব থেকে আসা কর্ম-সন্ধানীদের ঢল নামবে। বাড়বে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অপরাধ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। অপরপক্ষে পূর্বের দেশগুলোতে বলা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের ফলে পশ্চিম থেকে আমদানি হবে পশ্চিমা মাদক সংস্কৃতি এবং রগরগে যৌন সংস্কৃতি, যার সঙ্গে পূর্বের সাবেক কমিউনিস্ট দেশগুলোর এখনো তেমন পরিচয় ঘটেনি।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর আদর্শ বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করে পূর্ব ইউরোপের গরিব দেশগুলো এখন অতি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন থেকে হয়তো পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতেও মুরগির ডিমের গায়ে ডিম পাড়ার তারিখ সিলমোহরের মাধ্যমে উল্লেখ করা থাকবে। নতুন সংযোজিত দেশগুলোতেও অদূর ভবিষ্যতে হয়তো অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু হবে অথবা শেঙ্গেনার চুক্তির মাধ্যমে অভিন্ন ভিসা ব্যবস্থা চালু হবে। ভাগ্যান্বেষণে সাতসমুদ্র পাড়ি দেয়া গরিব দেশের বঞ্চিত নাগরিকদের পছন্দের তালিকায় যে দেশগুলোর নাম কখনোই ছিল না, তারাও হয়তো এখন থেকে এ দেশগুলোর কথা ভেবে দেখবেন। ভিসা, অভিবাসন আইন ইত্যাদি সেখানে ইতিমধ্যে কড়াকড়ি করা হয়েছে। কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে প্রচুর। পূর্ব একদিন হয়তো উন্নতিতে পশ্চিমকেও ছাড়িয়ে যাবে। সেদিন অবাক হবার কিছুই থাকবে না, যেদিন তৃতীয় বিশ্বের সন্ত্রাস আর দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন দেশগুলোর হতভাগ্য কর্মসন্ধানীরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলে সম্প্রসারিত নতুন দেশগুলোতে ছুটবে কাজের সন্ধানে। ইউরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই রাজনৈতিক সাফল্যের পেছনে সে দেশের রাজনীতিবিদদের নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং জনগণের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতা সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে।

মোঃ ইসমাইল হোসেন বাবু
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany